দৈনিক
ইনকিলাব
সংবাদ

তারিখ ... 24 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দু'টি তদন্ত প্রতিবেদন

ঢাকার ২৪টি স্কুল অতিরিক্ত ভর্তি ফি নিচ্ছে

- অতিরিক্ত টাকা অভিভাবকদের ফেরত দেয়ার সুপারিশ
- রাতারাতি কোচিং বন্ধ না করার পরামর্শ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি নেয়ার প্রমাণ পেয়েছে সরকার। এর মধ্যে ৩২ হাজার টাকা ফি নিচ্ছে মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ৮টি স্কুল নতুন ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা ফি নিচ্ছে। সাত সদস্যবিশিষ্ট 'ঢাকা মহানগরীর ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি' সম্প্রতি ৩২টি স্কুলের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে এ তথ্য পেয়েছে। ওই অতিরিক্ত টাকা অভিভাবকদের কাছে ফেরত দেয়ার সুপারিশ করেছে কমিটি। ভর্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি গত বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রীর দফতরে জমা দেয়া হয়েছে।

তদন্ত কমিটির সদস্য এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর শফিকুর রহমান গতকাল সংবাদ'কে এ তথ্য জানান।

এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং ও অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া সংক্রান্ত অপর এক তদন্ত প্রতিবেদনে রাতারাতি কোচিং বন্ধ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে কোচিং বন্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলভিত্তিক কোচিং চালু রাখতে হবে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত শিক্ষকের ফি ঘণ্টায় ১৭৫ টাকা এবং প্রয়োজন অনুসারে স্কুল কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি করতে পারবে।

কোচিং নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদ গতকাল সংবাদ'কে এ তথ্য জানান। কয়েকদিন আগে তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রদান করা হয়েছে বলে তিনি জানান। ঢাকা মহানগরীর ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটি : শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৪ ডিসেম্বর একটি নীতিমালা জারি করে। নীতিমালা

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর ভর্তি তদারকি ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক হলেন মাউশি'র মহাপরিচালক। আর সদস্যদের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি, শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি, মাউশি'র মাধ্যমিক শাখার পরিচালক, ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

সুপারিশ : ২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভর্তি নীতিমালা উপেক্ষা করে অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে। এই টাকা অভিভাবকদের কাছে ফেরত দেয়ার সুপারিশ করেছে পরিবীক্ষণ কমিটি। আর স্থান, কাল, পাত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবস্থান ও বয়স বিবেচনা করে একটি সহনশীল ভর্তি নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করেছে পরিবীক্ষণ কমিটি। বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি ফি সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যয় নির্বাহ করতে পারছে না বলে পরিবীক্ষণ কমিটির এক সদস্য সংবাদ'কে জানিয়েছেন।

যেসব প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ফি নিচ্ছে : মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল, মুহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল, মতিঝিল মডেল স্কুল, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মাইলস্টোন স্কুল, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দনিয়া একে উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম।

পরিবীক্ষণ কমিটির এক সদস্য সংবাদ'কে বলেন, ক্যামব্রিয়ান স্কুল এবং মাইলস্টোন স্কুল শুধু ভর্তি নীতিমালাই উপেক্ষা করছে না, তারা সরকারের কোন নিয়ম-কানুনেরই তোয়াক্কা করছে না। ক্যামব্রিয়ান প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফি নিচ্ছে প্রায় দেড় লাখ টাকা।

কোচিং নিষিদ্ধের প্রতিবেদন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোচিং বন্ধে করণীয় নির্ধারণে গত ৪ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এএস মাহমুদকে আহ্বায়ক করে এই কমিটি গঠন করা হয়। এর আগে কোচিং বন্ধে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল কবির দুদু হাইকোর্টে রিট করেন। পরে উচ্চ আদালত 'কোচিং বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন পরিপত্র জারি করবে না' মর্মে রুল জারি করে।

তদন্ত প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে যুগ্ম সচিব এএস মাহমুদ জানিয়েছেন, রাতারাতি কোচিং বন্ধ করা যাবে না। তবে কোন শিক্ষক নিজ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যাতে প্রাইভেট পড়াতে না পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করা হয়েছে। আর কোন শিক্ষক ১০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে বাসায় প্রাইভেট পড়াতে পারবে না এবং বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারে পড়াতে পারবে না। কেউ এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের এমপিও বন্ধ করাসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি জানান, প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্টে জবাব দাখিল করা হবে।

যুগ্ম সচিব জানান, প্রতিবেদনে কোচিংয়ের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য ও কোচিং শিক্ষা নিয়ে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সরেজমিন বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শিক্ষকরা ক্লাসে পাঠদান না করে কোচিংয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাতে বাধ্য করেন। এতে কম মেধাবীরা পূর্যাপ্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। কোচিং সেন্টারে শিক্ষকরা অনৈতিক সুবিধা দেয়ার বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য অধিকাংশ শিক্ষার্থী কাম্য জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। শিক্ষকরা অভিভাবকদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের কোচিং ও সহকর্মীদের কোচিং সেন্টারে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকদের চাপ সৃষ্টি করে। তাই শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।